তারিখ ... 15 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

যুগান্তর

শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কমিশন গঠনের চিন্তাভাবনা চলছে : শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগে জাতীয় পর্যায়ে নিয়োগ বোর্ড গঠনের চিন্তাভাবনা করছে সরকার। অন্যদিকে ২০১১ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শতভাগ উপবৃত্তি এবং স্কুলে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থাও করবে। বৃহস্পতিবার রাজধানীতে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এ কথা বলেন। অনুষ্ঠান দুটির একটির আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং অপরটি যৌথভাবে সম্প্রীতি মঞ্চ ও আদিবাসী ফোরাম। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রায় ৭শ কোটি টাকা ব্যয়ে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয় ইউজিসি আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে। এতে দেশের ৮০টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যরা যোগদান করেন। সকালে একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত

জন্য : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

জন্য : শিক্ষকদের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউজিসি প্রফেসর ড. হারুন আর রশিদ। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে অর্থায়নকারী বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি ছাড়াও ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক তরুণ ইসলাম, অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী এবং প্রকল্প পরিচালক রুকনুদ্দীন আহমদ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মানসম্মত শিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্মত ও দক্ষ শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে অনেক কথা রয়েছে। তিনি বলেন, আসলে আমরা মেধাবীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করতে চাই। তাদের আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখতে স্বতন্ত্র বেতন কমিশন দরকার। স্বতন্ত্র বেতন কমিশনটি প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করে গঠনের ইঙ্গিত দেন তিনি। একই সঙ্গে নিয়োগ বোর্ড গঠনের ওপরও শিক্ষামন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সরকার শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত এবং ড্রপআউট শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করছে। সে লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ অঞ্চল বিবেচনায় সরকার উপবৃত্তি ৪০ ভাগ থেকে শতভাগে উন্নীত করার চিন্তাভাবনা করছে বলে জানান তিনি।

বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আদিবাসীদের শিক্ষা-সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতেও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক অজয় রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সঞ্জীব দ্রং, মধুরা ত্রিপুরা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাইকেল বাস্কে, মিন্টু দেশোয়ার, জুই চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. সৌরভ সিকদার। মূল প্রবন্ধে শিক্ষা কমিশন কমিটিতে আদিবাসী শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বদান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে আদিবাসী বিষয়ে ব্যবস্থা রাখা, মাতৃভাষায় আদিবাসীদের শিক্ষা প্রদানকারীদের সমন্বয়সহ ১০টি সুপারিশ করা হয়।